রূপবাণী

৭৬।৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন :—বি, বি, ৩৪১৩

Released : 15-4-1933.

সাবিত্রী

ছোটদের কয়েকখানা বই

শ্রীঅখিল নিয়োগী ও প্রভাংশু গুপ্তের
ভুতুড়ে দেশ—১৲

শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ভেল্কী—॥০

শ্রীননীগোপাল দাশগুপ্তের
কনকদেউল—৸০

শ্রীপ্রীতিকণা দত্তের
তারাবাঈ—।৵০

জে, সি, গুহের
চাইল্ডস্ এ, বি, সি,—।০

রেকর্ড সঙ্গীত—
সাধারণ সংস্করণ ১।০
রাজ সংস্করণ ১৸০

সকল দোকানেই পাইবেন।

For Slide Advertisement

At Rupabani

Please Apply To—

B. Nan
16-1A, Beadon St.,
CALCUTTA.
Phone B. B. 3234

For Up-to-date
Posters
Book Covers
&
Designs

Consult—
Artist, **Akhil Neogy.**
52-B, Cornwallis St., Calcutta.

For Collapsible Gates,
Wrought Iron Gates
&
Grilles

Ring up. B. B. 3234

Manufacturers :—
PARIS COLLAPSIBLE GATE CO.
16/1A Beadon Street,
CALCUTTA.

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রিজের

প্রথম গীতি-মুখর
বাঙ্‌লা কথক-চিত্র

= সাবিত্রী =

রূপবাণী

প্রথম-আরম্ভ
১০ই এপ্রিল '৩৩।

— প্রযোজক —
শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

— পরিচালক —
শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়

— প্রধান অংশে —
শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী
" শরৎ চট্টোপাধ্যায়
" ধীরেন দাস
" জয়নারায়ণ মুখো
" গোপাল সেনগুপ্ত
(অন্ধগায়ক)
মিস্ লাইট ইত্যাদি……

গল্প—শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী

—সঙ্গীত ও চিত্রনাট্য—
শ্রীযুক্ত নলিনী চট্টোপাধ্যায়

— রসায়নাগার কর্ম্মী —
মিঃ স্নুল মাষ্টার

— সুর —
তুলসী লাহিড়ী
ধীরেন দাস

— আলোক-শিল্পী —
পি, ব্রিকেট্

— শব্দ-যন্ত্রী —
পি, জুরাসাক্

আর-সি-এ ফটোফোন যন্ত্রে গৃহীত

ফোন
বি-বি ৩৪১৩।

রূপবাণী

৭৬।৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

দাম চার পয়সা

— পরিচয় —

দ্যুমৎসেন	...	শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী
অশ্বপতি	...	„ জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
নারদ	...	„ ধীরেন দাস
সত্যবান	...	„ শরৎ চট্টোপাধ্যায়
যম	...	„ শৈলেন চট্টোপাধ্যায়
সনাতন	...	„ অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়
ভিক্ষুক	...	„ গোপাল সেনগুপ্ত (অন্ধগায়ক)

সাবিত্রীদেবী	...	শ্রীমতী রেণুকা
সাবিত্রী	...	„ তারকবালা (লাইট)
শৈব্যা	...	„ শান্তবালা
মালবী	...	„ বেলারাণী
জয়া	...	„ কমলাবালা (শিশু)
চন্দ্রা	...	„ রাণী
আশ্রম বালিকাদ্বয়	...	„ কমলা, বীণাপাণি

ভারতের ও বাংলার
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞদের
সঙ্গীত যদি শুনিতে চান
স্বদেশী

মেগাফোন রেকর্ড

শ্রবণ করুন।

সচিত্র তালিকার জন্য আবেদন করুন।

জে, এন, ঘোষ
৮৪।২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

রূপকথা

প্রাঙ্গণে নামল অকাল সন্ধ্যার ছায়া,
সূর্যগ্রহণের কালিমার মতো।
উঠল ধ্বনি: খোলো দুয়ার।
প্রাণপুরুষ ছিল ঘরের মধ্যে,
সে কেঁপে উঠল বুকের মাঝে।
দরজা দিলেম খুলে,
সামনে উঠল [illegible]
জিজ্ঞাসিলেম, বললেম, কে তুমি।
মেঘমন্দ্রে দিলে উত্তর, আমি মৃত্যুলোকের দূত।
সময় হয়েছে, এসেছি মাটির পাওনা আদায় করতে।
[illegible] উঠল দুয়ারের শিকল,
থরথর কাঁপতে লাগল প্রাচীর।
ঘরের হাওয়া উঠল হায় হায় করে।
নিশাচরের ডানার মতো আকাশে আকাশে
নিশীথিনীর [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] কী চাও।
দূত বললে আমি চাই দেহ।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
দূত বললে, [illegible]
[illegible]
মাটির [illegible]
প্রাণ বললে, মাটির [illegible] নাও,
কিন্তু তার বেশি চাও কেন।
দূত বললে, [illegible]
[illegible]
এর বেশি আছে কোথায়।
প্রাণ বললে, [illegible]
[illegible]
[illegible]
প্রাণ বললে, [illegible]

প্রাণের [illegible]
[illegible]
হে মহাকাল, [illegible]
[illegible]
তোমার [illegible]
[illegible]
আমাকে কাঁদিয়ে দিয়ে যায় [illegible] অভিশাপ॥

[illegible]
কোথা থেকে [illegible] প্রাণের [illegible]
পথে পথে [illegible]
মুহূর্তে মুহূর্তে [illegible]
জীবলোক থেকে [illegible] দিনরাত —
হে রূপকার, হে রূপরসিক,
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
রূপ আমার [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
তোমার [illegible]

রূপ এনে দিলে,
[illegible]
তুমি [illegible]

আমার [illegible]
প্রাণের [illegible]
[illegible] প্রাণ [illegible]
মাটির [illegible]
[illegible]
আমি [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

= সাবিত্রী =

(গল্পাংশ)

একমাত্র মেয়ে সাবিত্রী··· রাজা অশ্বপতির চোখের মণি······রাণী মালবীর অঞ্চলের নিধি।

রাজা অশ্বপতি যৌবনে পণ করেছিলেন—বন্ধু দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন। কিন্তু জ্ঞাতি শত্রুদ্বারা বিতাড়িত হ'য়ে তাঁরা ছিলেন বনবাসে - সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

একদিন রাজকন্যা সাবিত্রী——সাবিত্রীদেবীর মন্দিরের আরতি শেষ করে রাজপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করতে, পিতা অশ্বপতি তাঁকে কাছে ডেকে নিয়ে দেশে দেশে ভ্রমণ করে তাঁর মনোমত পতি নির্ব্বাচন ক্ষমতা অর্পণ করলেন।

এদিকে সাবিত্রীদেবী ভক্তিমতি জয়াকে দর্শন দিয়ে বল্লেন, সাবিত্রী— আমারই মানসকন্যা সমস্ত বিপদে আপদে তোমার অভয়বাণীই যেন তাঁকে সঞ্জীবিত রাখে!

দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ করে রথ গিয়ে পৌছুল কাম্যক বনে- যে বনে রাজ্যহীন, গৃহহীন অন্ধ দ্যুমৎসেন পত্নী শব্যা, আর প্রিয়তম পুত্র সত্যবানকে নিয়ে সন্ন্যাসীরূপে কাল কাটাচ্ছেন।

এ সংবাদ সাবিত্রীও পেলেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা দ্যুমৎসেনের সঙ্গে দেখা করেন। সখিদের ডেকে বল্লেন, তোরা গিয়ে অপেক্ষা কর—আমি আশ্রমে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি।

কিন্তু শুধু হাতে ত' তাঁর কাছে যাওয়া চলে না। সাবিত্রী এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখ্‌তে পেলেন — কাছেই একটা সরোবরে একটি পদ্ম ফুটে আছে—!

যেই সেটাকে আন্‌তে যাবেন হঠাৎ বনমধ্যে একটি বাঘ দেখে অসহায়া সাবিত্রী আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে উঠ্‌লেন।

সেই ক্রন্দন শুনে ছুটে এলেন —কাষ্ঠ-আহরণ-রত সত্যবান। অব্যর্থ বাণে হিংস্র শ্বাপদ প্রাণ খোয়ালে!

ভীতা-সাবিত্রী জ্ঞানহারা হ'য়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন। সরোবর থেকে অঞ্জলি পূর্ণ করে জল এনে মুখে-চোখে—সিঞ্চন করতেই তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো—।

সাবিত্রীর মনে তখনো সেই ভয়! বল্লেন, আমায় রক্ষা কর—

সত্যবান বল্লেন, আপনার কোনো ভয় নেই, আমি ক্ষত্রিয়। আপনি এখন সম্পূর্ণ বিপদ-মুক্ত।

সাবিত্রীর পাশে সত্যবানকে দেখে সখির দল আড়াল থেকে মুখ টিপে হাসি চেপে রাখ্‌লে।

সাবিত্রীর পরিচয় পেয়ে বৃদ্ধ রাজা দ্যুমৎসেন তাঁকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বল্লেন, ওরে তুই যে আমার সত্যবানের বাগ্‌দত্তা!

এদিকে বিলম্ব দেখে রাজা অশ্বপতি আর রাণী মালবী সাবিত্রীর জন্য ব্যাকুল ঠিক এমনি সময় সংবাদ এলো রাজকন্যা সাবিত্রী রাজপুরীতে ফিরে আস্‌ছেন।

রাজা-রাণী আদর করে সাবিত্রীকে বুকে টেনে নিলেন। সেই সময় মেঘলোক থেকে নারদ বীণা বাজাতে বাজাতে —অশ্বপতির পুরীতে নেমে এলেন।

রাজা তাঁকে সমাদর করে নিজ পুরে ডেকে বল্লেন, মহর্ষি, শুভদিনে আপনি আমার পুরীতে উপস্থিত হ'য়েছেন। আমার কন্যা আজ পতি-নির্ব্বাচন করে ফিরে এসেছে; আপনি তাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

নারদ জিজ্ঞাসা করলেন, কে মা, তোমার নির্ব্বাচিত-পতি?

সাবিত্রী উত্তর দিলেন, কাম্যকবনের সত্যবান।

নারদ শিউরে উঠে বল্লেন, সত্যবান?—রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন ঠাকুর? সত্যবান কি উপযুক্ত পাত্র নয়?

নারদ বল্লেন, না রাজা ভূভারতে সত্যবানের মতো দ্বিতীয় পাত্র নেই, কিন্তু সে স্বল্পায়ু। সাবিত্রী তুমি অন্য পতি নির্ব্বাচন কর।

সাবিত্রী বল্লেন, যাকে একবার কায়মনোবাক্যে স্বামী বলে মেনে নিয়েছি— তাঁকে ত্যাগ করে দ্বিচারিণী হ'তে বলছেন, আপনি মহর্ষি নারদ?

নারদ তখন সাবিত্রীকে আশীর্ব্বাদ করে অশ্বপতিকে বল্লেন, মহারাজ, আপনি বিবাহের আয়োজন করুন—এতে হয়ত সাবিত্রীর কল্যাণই হ'বে!

ওদিকে কাম্যকবনে সত্যবান—সাবিত্রীর স্মৃতি-ধ্যানে মগ্ন। কাষ্ঠাহরণ করতে গিয়ে তাঁর মনোশ্চক্ষে সাবিত্রীর মুখখানিই ফুটে ওঠে।

যথা সময়ে রাজা অশ্বপতি মেয়েকে কাম্যকবনে এনে—সত্যবানের হাতে সঁপে দিলেন।

সাবিত্রী সত্যবান পরস্পর পরস্পরকে পেয়ে ধন্য হ'লেন।

তারপর প্রায় এক বছর পরের কথা। এক বৎসর পূর্ণ হতে আর আছে মাত্র চারটি দিন।

এক একটি দিন গেছে আর সাবিত্রী মালা থেকে একটি করে রুদ্রাক্ষ খুলে রেখে দিয়েছেন।

সাবিত্রী প্রত্যহ সত্যবানের পাদ পূজা না করে জল গ্রহণ করেন না।

হঠাৎ সেই সময় বনপথে সেই জয়ার সঙ্গে সাবিত্রীর দেখা।

জয়া তাঁকে অভয় দিয়ে বল্লে, তোমার কোন ভয় নেই সাবিত্রী! এই নাও সাবিত্রীদেবীর মন্দিরের পুণ্য-পূত শঙ্খ-বলয় আর সীমন্তের সিন্দুর! আশীর্ব্বাদ কচ্ছি—এ তোমার সীমন্তে অক্ষয় হোক। তুমি স্বামীর জন্য ব্রত পালন কর।

শ্বশুরের অনুমতি নিয়ে সাবিত্রী ত্রিরাত্র ব্রত সুরু করলেন—

ব্রত শেষ হ'বার আর মাত্র একটি দিন অবশিষ্ট আছে।

ওদিকে রাজা অশ্বপতির চোখে ঘুম নেই! আর একটি দিন বাকি! রাজার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ছে – সাবিত্রীর সিন্দুর-হীন সীমন্ত—তার বৈধব্য বেশ।

অশ্বপতি আর স্থির থাকতে পারলেন না; মালবীকে নিয়ে কাম্যকবনের পথে রওনা হলে'ন।

এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার সেই শেষ দিন! দিনমণি সমস্ত দিন পরে যেন সত্যবানের আয়ু হরণ করেই—সাগরের জলকে রক্তাক্ত করে অস্ত গেলেন। পথিক সর্ব্বহারার গান গাইতে গাইতে ঘরে ফিরে গেল!

সন্ধ্যাবেলা দেখা গেল যজ্ঞকাষ্ঠ ফুরিয়ে গেছে—আহরণ করে না আনলেই নয় – অথচ রাত্রি সমাগত। দ্যুমৎসেন পুত্রকে বার বার সাবধান করে বলে দিলেন খুব নিকট থেকেই যেন যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণ করা হয়।

সাবিত্রী স্বামীকে একা ছেড়ে দিতে কিছুতেই রাজী নন। শ্বশুরের কাছে বল্লেন, আজ আমার স্বামীসঙ্গ পরিত্যাগ করতে নেই; আপনি অনুমতি করুন আমি বনে যাই।

পুত্রবধুর আগ্রহ দেখে দ্যুমৎসেন তাঁকে না বল্‌তে পার্‌লেন না!

বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়েও তাঁরা শুষ্ক কাষ্ঠ দেখ্‌তে পেলেন না। হঠাৎ দেখা গেল শুধু একটা মাত্র শুষ্ক বৃক্ষ। নিয়তির খেলা—বৃক্ষে কুঠারাঘাত করতেই সত্যবান শিরঃপীড়ায় প্রাণ হারালেন। আর সেই বৃক্ষ রূপান্তরিত হ'ল—মহাকাল যমরূপে।

যম সত্যবানের প্রাণ হরণ করে নিয়ে গেলেন আর দেশ দেশান্তর নদী, উপত্যকা, পর্ব্বত অতিক্রম করে তাঁকে অনুগমন করলেন সাবিত্রী। ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীকে প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্যে বাধার পর বাধা সৃষ্টি করতে লাগ্‌লেন কিন্তু প্রতি বাধা অতিক্রম করে সাবিত্রী তাঁকে পদে পদে অনুসরণ করে চল্লেন—

ওদিকে সত্যবান-সাবিত্রীকে ফিরতে না দেখে ব্যাকুল দ্যুমৎসেন—পত্নী শব্যা আর সত্যবানের বন্ধু সনাতনকে নিয়ে বনপথে তাঁদের অন্বেষণ করতে বেরুলেন।

রাজধানী থেকে মালবীকে নিয়ে অশ্বপতি এসে দেখেন—আশ্রম জনশূন্য! তাঁরাও খবর পেয়ে বনপথে ছুট্‌লেন।

যম সাবিত্রীর হাত এড়াতে না পেরে একে একে তাঁকে তিনটি বর প্রদান করলেন। প্রথম বরে রাজা দ্যুম্যৎসেন তাঁর চক্ষুলাভ করবেন। দ্বিতীয় বরে তাঁর শ্বশুর হৃত-রাজ্য ফিরে পাবেন। তৃতীয় বরে তাঁর পিতার একশত পুত্রলাভ হ'বে।

সাবিত্রী চতুর্থ বর প্রার্থনা করলেন, তিনি যেন নিস্ফলা নারী না হন।

ধর্ম্মরাজ মনের ভুলে সাবিত্রীকে পুত্রবর দিয়ে ফেল্লেন। শেষে ধর্ম্মেরই মর্য্যাদা রাখতে – সাবিত্রীকে সত্যবানের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে হ'ল।

ওদিকে বনের মাঝখানে সত্যবানের মৃতদেহ পেয়ে সবাই মনে মনে এই কামনাই কচ্ছিলেন, সাবিত্রীকে যেন এই নিদারুণ দৃশ্য দেখতে না হয়—ঠিক এমনি সময় সাবিত্রী যমদ্বার থেকে ফিরে এলেন---একা নয়, সঙ্গে স্বামীর প্রাণটুকু ফিরিয়ে নিয়ে।

ধর্ম্মরাজের দৈব-বাণীতে সাবিত্রীর পাতিব্রত্য বিঘোষিত হ'ল।

সেইদিন থেকে সাবিত্রী---দেবীরও দেবী-----সেই দিন থেকে রাজকন্যা সাবিত্রী প্রাতঃস্মরণীয়া।

TAILORS Senta OUT-FITTERS

Making Charges :—Shirt, Panjabi, -/6/-. Coat 1/-. Trouser 1/- (Cotton)
Shirt & Panjabi (Machine Sewing) -/10/-. (Hand Sewing) 1/4/- (Silk)

10, SHAMA CHARAN DEY STREET, CALCUTTA

— সাবিত্রীর সঙ্গীত —

চল রাজ-নন্দিনী, চল বর-বর্ণিনী
চল আগুসারি গো
চল চল তটিনী, করি কুলু কুলু ধ্বনি
নীল-সাগর পানে গো ॥
চুমিয়া চরণ তব পুষ্পিত হবে শাখী,
নন্দন হবে বনানী।
সরস হইবে মরু শ্যামলিমা পাবে তরু
স্বরগ হইবে ধরণী ॥

—জয়া

নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে,
নমস্তে নমস্তে চিদানন্দ মূর্ত্তে।
নমস্তে নমস্তে তপযোগ গম্য।
নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞান গম্য
প্রভু শূল পানে বিভো বিশ্বনাথ,
মহাদেব শম্ভু মহেশ ত্রিনেত্র ॥

—দ্যুমৎসেন

আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ
তোমারি সুগন্ধ হে—।
কত আকুল প্রাণ আজি গাহে গান
মনেরি আনন্দে হে—।
জলে তোমারি আলোক,
ভূলোক দ্যুলোক,
ভুবন উৎসব প্রাঙ্গনে,
চির জ্যোতি পাইছে চন্দ্র তারা
আঁখি পাইছে অন্ধ হে।

---দ্যুমৎসেন

তুমি নীরব হ'লে কি হয় সখী,
ওঠে আঁখি মুখর হয়ে ॥
তোমার হিয়ার গোপন কথা
নয়ন-দূতী দেয় সে কয়ে
গোপন কিছুই থাকে নাকো---
মুখে চোখে যতই ঢাকো,
চাপা প্রাণের যত কথা
ফুটে ওঠে ব্যথা নিয়ে ॥

—চন্দ্রা

কমল-কলি নীরব কেন
কওনা আমায় মনের কথা।
উতল হাওয়া দোল দিয়ে যায়
সাজেনা আর নীরবতা ॥
হাস্‌ছে বনে ফুলপরী সব
ডাক্‌ছে তোমায় মঞ্জরী,
রুদ্ধ তোমার বুকের মাঝে
পরাগ কাঁদে গুঞ্জরি,
মেল নয়ন বারেক তরে
ফুটুক হাসি বিম্বাধরে
কও কথা কও, মানিনী লো
তোমার এত কিসের ব্যথা ॥

—সাবিত্রী

রাধা কৃষ্ণ বল মুখে রাধা কৃষ্ণ বল।
(তুই) কোন্ দেউলে খুঁজিস্ ভগবান মন-দেউলে চল্ ॥
কোথা তুই তীর্থে যাবি মন
প্রাণে তোর গোপন বৃন্দাবন
হেরিবি তোর মদন-মোহন
চোখে আঁক প্রেমের কাজল।
মুখে তুই রাধাকৃষ্ণ বল্ ॥

—নারদ

কুন্দ-দাঁতে বিম্ব-অধরটীরে
পীড়ন সখি করছ অকারণে।
আবেগ কভু যায়না চাপা
হিয়ার-নাচন শাসন নাহি মানে।
প্রাণে তোমার উতল ভালবাসা
মনের গাঙে জোয়ার কাণেকাণ
যতই চাপ হাজার হ'লেও নারী
সইবে কত তোমার কোমল প্রাণে

— চন্দ্রা

সত্যবানের ভূমিকায়

শ্রীশরৎ চট্টোপাধ্যায়

সাবিত্রীর ভূমিকায়

শ্রীমতী তারকবালা (মিস্ লাইট)

চন্দ্রার ভূমিকায়

শ্রীমতী রাণী

সনাতনের ভূমিকায়

শ্রীঅনিল চট্টোপাধ্যায়

রূপবাণী

এসো সখি তপোবনে সুন্দর পূজারিণী—
এস এস মনোময়ী এসো সতী শরীরিণী
এসো বধূ কল্যাণী শঙ্খ-বলয় করে—
মাতার রূপে এসো জগত পালন তরে
আর্ত্তের পাশে এসো সেবা-রতা ভগ্নী—
পাপেরে নাশিতে এসো ধূমায়িত অগ্নি—
অমরার স্নেহ ব'য়ে এসো মন্দাকিনী ॥

—তাপস-কুমারীদ্বয়—

আঁধার নামিছে ঘন-ঘোর হয়ে
আমার মানস তটে
কাঁদিবনা ভাবি আঁখি দুটী তবু
সজল হইয়া ওঠে।
গাঁথি ব'সে ফুল-ডোর—
মালা ছিঁড়ে যায়
ঝরে যায় ফুল
কাঁদে প'ড়ে শত ডোর।
মুরতি কাহার ম্লান হ'য়ে ওঠে
আমার মানস-পটে।
আমার সজল-নয়ন তটে ॥

—সাবিত্রী

শক্তি যেথা মূর্ত্তিমতী নাইকো সেথা মরনজরা
নারীই তো সেই সৃষ্টিময়ী শবের বুকে
মরণ হরা ॥
শক্তিময়ী তোমার গতি চির-সৃজন ছন্দে গো,
প্রেমে তোমার ধন্য ধরা রূপে রসে গন্ধে গো,
পান ক'রে তোর স্নেহের ধারা,
জীবন লভে জীবন-হারা।
কল্যাণী তোর অভয় বরে চির-শ্যামল বসুন্ধরা ॥

—জয়া

ধীরে অতি ধীরে—
আয়ু-রবি কার ডুবে যায় ওই
মরণ-সিন্ধু তীরে ॥
নিভে যাবে দীপ কালের হাওয়ায়,
হায় হায় তার নাহিক উপায়,
এখনও সে আছে
এখনি মিলাবে
মরণাম্বুধি নীরে ॥

—ভিক্ষুক

অনন্ত কাল আমার কেবল নয়নের জলে ভাসা।
আমি সনাতনী বিরহ-বেদনা, আমি সতী ভালবাসা ॥
আমি চিরকাল অঞ্চল পাতি,
মরণের ফুলে বর-মালা গাঁথি,
চিরকাল আমি হারাইয়া সাথী জপি তার ফিরে আসা ॥
কালের আকাশে উড়ে ফিরে মোর, পলাতক প্রিয় পাখী,
আমি দুরাশায় শুধু নয়নের বাতায়ন খুলে রাখি,
আমি জেলে রাখি নয়নে কেবল,
চির-সাধনার হোমের অনল,
আমি শুধু দেই আহুতি আমার যত সাধ যত আশা ॥

—(নেপথ্যে সঙ্গীত)

জরা মরণের তিমির গগনে চির-উজ্জ্বল জ্যোতি।
পবিত্র তুমি, নির্ম্মল তুমি, তুমি দেবী তুমি সতী ॥
তুমি নিদাঘের সুশীতল ছায়া
তুমি মনোময়ী মোহিনী মায়া
ভোলা মহেশ্বর ধ্যান-ভাঙ্গা তুমি পূজারিণী পার্ব্বতী ॥
দেবতা অমর যে অমিয়া পিয়া
কে জাগালে তোমা সে সুধা মথিয়া
হর কোপানলে দগ্ধ মদনে বাঁচাতে তুমি রতি ॥
স্নেহময়ী তব নয়নের তলে
প্রেম হ'য়ে যত হীরামণি জলে
তব মহিমার সমুখে আসিয়া দেবতা করে নতি ॥

---নারদ

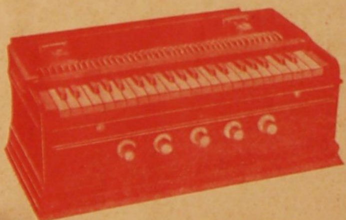

“কৃষ্ণা-ফ্লুট”

স্বরমাধুর্য্যে

স্থায়িত্বে ও

গঠন পারিপাট্যে

অতুলনীয়

ফোন নং—বি, বি, ২৮৪৫
কৃষ্ণা মিউজিক্যাল ওয়ার্কস্
পোষ্ট বক্স ১০৮৩০, কলিকাতা।

আমাদের সচিত্র ক্যাটলগের জন্য আবেদন করুন।

ছেলেদের মজাদার গল্পের বই!

চাইল্ডস্ এ, বি, সি—।০
ভূতুড়ে দেশ—১৲
কনক-দেউল—৸০
মোহন বাঁশী—।০
তারাবাঈ—।৵০
ভেল্কী—॥০

সকল পুস্তকালয়েই পাওয়া যায়।

রূপবাণী
৭৬।৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন—বি-বি ৩৪১৩।

—Coming Attractions—

Dr. Jekyll & Mr. Hyde

Harold Lloyd in Movie Crazy

Marlene Dietrich in Blonde Venus

=শ্রীঅখিল নিয়োগী সম্পাদিত=
শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র গুহ কর্ত্তৃক ডেভেনহাম এণ্ড কোং, ২০, কলেজ রো
হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।